মৃত্যুঞ্জয় ব্যস্ত হ'য়ে ধরে তার হাতে।
বসাইল আনিয়া প্রভুর সম্মুখেতে।।
দ্বিমুহূর্ত্ত মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত ছিল হীরামন।
'রাম রাম' বলে পরে মেলিল লোচন।।
আত্মহারা হীরামন বাক্য নাহি মুখে।
থেকে থেকে ক্ষণে উঠে চম্‌কে চম্‌কে।।
প্রহরেক জড়প্রায় রহিল বসিয়া।
থেকে থেকে মাঝে মাঝে উঠে শিহরিয়া।।
নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রমে হয়ে এল বন্ধ।
মুখে না নিঃসারে বাণী কণ্ঠ হ'ল রুদ্ধ।।
এমন সময় মহাপ্রভু ডেকে কয়।
'ফিরে প'ল হীরে ওরে ধর মৃত্যুঞ্জয়।।'
মৃত্যুঞ্জয় গিয়া হীরামনে স্পর্শ করে।
অস্থিরতা ঘুচে সাধু শান্ত হইল পরে।।
মৃত্যুঞ্জয় কর্ণেতে শুনায় হরিনাম।
হীরামন বলে 'কোথা পূর্ণব্রহ্ম রাম।।'
হীরামন বলে প্রভু মোরে দেখা দাও।
আরবার রামরূপ আমাকে দেখাও।।'
প্রভু কহে 'কহি তোরে ওরে হীরামন।
যদি কেহ কারো কিছু করে দরশন।।
অসম্ভব দেখে জ্ঞানী প্রকাশ না করে।
শুনিলে সন্দেহ হয় লোকের অন্তরে।।
শৈল মাঝে অগ্নি থাকে জানে সর্ব্বলোক।
ঠুক্কি লৌহাঘাতে জ্ব'লে উঠে সে পাবক।।
তেমনি পাথর মাঝে রহিয়াছে অগ্নি।
দেখিতে পাইবে পুনঃ যদি থাকে ঠুক্কি।।
কিন্তু সে আগুন যদি জ্বালাইয়া লয়।
শীলাকাষ্ঠ পুড়ে যায় কিছু নাহি রয়।।
তুমি আছ আমি আছি তা'তে কিবা ভয়।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'বে যাও নিজালয়।।'
প্রভুবাক্যে হীরামন গৃহেতে চলিল।
তারক কহিছে সাধু হরি হরি বল।।

হীরামনের মৃত্যু ও পুনর্জ্জীবন লাভ

রামরূপ হেরি হ'ল জীবন চঞ্চল।
সে হইতে সংসারের কার্য্য ছাড়ি দিল।।
কৃষাণী কার্য্যেতে ছিল পারক অত্যন্ত।
কার্য্যেতে প্রবৃত্ত হ'লে নাহি দিত ক্ষান্ত।।
স্বাভাবিক যাহারা করেন কৃষিকার্য্য।
তাহা হ'তে দশগুণ নাহি ছিল ধৈর্য্য।।
এইমত কার্য্য করিতেন মহাভাগ।
এবে সংসারের কার্য্য করিলেন ত্যাগ।।
জ্ঞাতি-বন্ধু সবলোকে ভাবে মনে মনে।
এ বেটা সংসার কার্য্য তেয়াগিল কেনে।।
কেহ বলে যেদিন ঠাকুর দেখতে যায়।
সেই দিনে পাগল করেছে মৃত্যুঞ্জয়।।
মৃত্যুঞ্জয় বাটীতে ঠাকুর এসেছিল।
মৃত্যুঞ্জয় গৃহিণী ঠাকুরে সাজাইল।।
মৃত্যুঞ্জয় এনেছিল শতদল পদ্ম।
সেই ফুলে পূজে ঠাকুরের পাদপদ্ম।
পরমা বৈষ্ণবী সেই মৃত্যুঞ্জয়-মাতা।
ঠাকুরে পূজিয়াছিল শুনিয়াছি কথা।
সে ঠাকুরে দেখিবারে গিয়াছিল হীরে।
মূর্চ্ছা হ'য়ে পড়েছিল দেখে সে ঠাকুরে।।
মৃত্যুঞ্জয় ওর কর্ণে বলে হরিবোল।
সেই হ'তে হীরামন হ'য়েছে পাগল।।
রাউৎখামার গ্রামে মেতেছে সকল।
তারা সবে প্রেমে মেতে বলে হরিবোল।।
কেহ বলে দুর্ল্লভ মধুর হরিবোল।
তবে কেন হীরামন হইল পাগল।।
সবে মিলি দেখিয়াছি ঠাকুরের রূপ।
আমরা জানি যে তিনি স্বয়ং স্বরূপ।।
সব হরিবোলা করে সংসারের কার্য্য।
হীরামন কি জন্য করিল কার্য্য ত্যজ্য।।